পলিসি ব্রিফ
#১৪১/২০২৪
মার্চ ২০২৪

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয়

সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সরকারি ও বেসরকারি জনগুরুত্বপূর্ণ খাত, প্রতিষ্ঠান এবং বিষয় নিয়ে গবেষণাসহ বিভিন্ন ধরনের অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে টিআইবি ২০২০ সালে ব্যাংকিং খাতের তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও এর কারণসমূহ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরবর্তীতে ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ, অর্থ পাচার রোধ, আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে খাতসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে। টিআইবির এ সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদন ও অন্যান্য দলিলসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে পাঠানো হয়, যা টিআইবির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নব গঠিত সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের খেলাপি ঋন আদায়ে কঠোর আইন প্রয়োগ, অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, ঋণ ও কর খেলাপি এবং অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনকারীদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসা, সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা ইত্যাদি অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকিং খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি হ্রাস এবং খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংকের রোড ম্যাপ ঘোষণাসহ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগ নীতিমালা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তবে ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সুস্থ ও নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্ট আরও কিছু আইন, নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত সংস্কার ও তার কার্যকর প্রয়োগ প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে টিআইবির গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সুস্থ ও নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিশ্চিতের সহায়ক হিসেবে এই পলিসি ব্রিফটি উপস্থাপন এবং নিম্নের সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করা হলো।

প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
ব্যাংকিং খাত		
১.	ব্যাংকিং খাত সংশ্লিষ্ট নিরপেক্ষ, স্বনামধন্য, স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত, স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম, এমন দক্ষ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ব্যাংকিং কমিশন গঠন করতে হবে। উক্ত কমিশন বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ব্যাংকিং খাতের সংস্কারের জন্য একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করবে, যেখানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকবে।	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি; অর্থ মন্ত্রণালয়; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২.	ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এর আমানতকারীর স্বার্থ পরিপন্থী ও ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র কায়েমে সহায়ক এমন সকল ধারা সংশোধন/বাতিল করতে হবে; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– • একই পরিবারের তিনজন পরিচালক নিয়োগের বিধান বাতিল করে একজন পরিচালক নিয়োগের বিধান করা; • পরিচালক পদের মেয়াদ বারো বছরের পরিবর্তে এক মেয়াদে সর্বোচ্চ তিন বছর করা এবং মেয়াদ শেষে তিন বছর বিরতি সাপেক্ষে পুণঃনিয়োগের বিধান রাখা; • পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা হ্রাস করতে হবে এবং এর এক-তৃতীয়াংশ হবে আমানতকারীদের প্রতিনিধি ও স্বতন্ত্র পরিচালক।	অর্থ মন্ত্রণালয়; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

[১] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), "ব্যাংকিং খাত তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়", ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২০
বিস্তারিত জানতে দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/6143

[২] টিআইবি, ব্যাংকিং খাতসহ আর্থিক খাতসংশ্লিষ্ট দলিল
বিস্তারিত জানতে দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/search_results?search=Bangladesh+Bank&search-category=all&date_from=&date_to=

[৩] টিআইবি, জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধ্যায় বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি UNCAC বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের সহায়ক হিসেবে টিআইবির প্রতিবেদন, ৫ অক্টোবর ২০২৩
বিস্তারিত জানতে দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/6783

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
ব্যাংকিং খাত		
৩.	বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গঠনে আমলা নির্ভরতা পরিহার করে বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২–এর বিধান (ধারা ৯) অনুসারে পরিচালনা পর্ষদে ব্যাংকিং, আর্থিক খাত, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মনোনয়ন নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২–এর সংশ্লিষ্ট ধারাটি সংশোধন করতে হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
৪.	বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সদস্য, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ ও অপসারণ, বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করতে হবে, যেখানে অনুসন্ধান কমিটির গঠন, দায়িত্ব–কর্তব্য ও সংশ্লিষ্ট পদসমূহের নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ ব্যাংক
৫.	সমগ্র ব্যাংকিং খাত থেকে একক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়িক গ্রুপের সর্বোচ্চ ঋণ সংখ্যা ও পরিমাণের সীমা নির্ধারণ করতে হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ ব্যাংক
৬.	আমানতকারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, এমন সকল নীতি ও প্রবিধান (ঋণ শ্রেণিকরণ, অবলোপন, পুনঃতফসিল, পুনর্গঠন ইত্যাদি) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড অনুসরণ করে সংশোধন করতে হবে।	বাংলাদেশ ব্যাংক
৭.	ব্যাংকিংসংশ্লিষ্ট বিধি–বিধানসমূহের (প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন) কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং বিধি–বিধান লঙ্ঘনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ ব্যাংক
৮.	বারবার ঋণ পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন করে পুনরায় খেলাপি হওয়া ঋণগ্রহীতাদের তালিকা নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক
৯.	আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ প্রাপ্ত খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রভিশনিং রাখার প্রবিধান প্রণয়ন করতে হবে।	বাংলাদেশ ব্যাংক
১০.	বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত সিদ্ধান্ত, এর ব্যাখ্যা, সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়া–সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।	বাংলাদেশ ব্যাংক
১১.	রাজনৈতিক বা অন্যান্য প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে বৃহৎ ঋণ জালিয়াতি, সকল প্রকার প্রতারণা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও কর্মকর্তাদের দৃষ্টান্তমূলক আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।	বাংলাদেশ ব্যাংক
১২.	প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার ও অর্থ ঋণ আদালতের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ ঋণ আদালতে বিচারাধীন খেলাপি ঋণসংশ্লিষ্ট মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
১৩.	সংসদের কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে।	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

অর্থ পাচার রোধ

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৪.	ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে মালিকানার স্বচ্ছতা নিশ্চিতে এবং খেলাপি ঋণ ও অর্থ পাচার রোধে "মালিকানার স্বচ্ছতা আইন (বেনিফিসিয়াল ওউনারশিপ অ্যাক্ট)" প্রণয়ন করতে হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৫.	বৈদেশিক লেনদেনে নজরদারি করতে "দ্যা কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (সিআরএস)"– এর মাধ্যমে দেশ-বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বয়ংক্রিয় তথ্য প্রাপ্তির সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট; জাতীয় রাজস্ব বোর্ড; বাংলাদেশ ব্যাংক
১৬.	যে সকল দেশে অর্থ পাচার হয়েছে, সে সকল দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আইনি সহায়তা জোরদার করতে হবে। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ পুলিশ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে আমদানি ও রপ্তানির আড়ালে পণ্যের অতিমূল্যায়ন/অবমূল্যায়ন করে অর্থ পাচার বন্ধ করতে হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট; জাতীয় রাজস্ব বোর্ড; বাংলাদেশ ব্যাংক; দুর্নীতি দমন কমিশন
১৭.	দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচার বিষয়ে তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণে দুদকের ক্ষমতাকে খর্ব করে আইনের এমন সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করতে হবে (যেমন– সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট, ২০১৮; মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২; আয়কর আইন, ২০২৩)	অর্থ মন্ত্রণালয়; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; দুর্নীতি দমন কমিশন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ । ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh